বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবনপঞ্জি

সাম্পান চক্রবর্তী

১৮৯৪ : কাঁচরাপাড়া-হালিশহর কাছে মুরাতিপুর গ্রামে মামারবাড়িতে ১২ সেপ্টেম্বর (২৮ ভাদ্র, ১৩০৯ বুধবার বেলা সাড়ে দশটায়) জন্মগ্রহণ করেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর পৈত্রিক নিবাস বনগাঁর অন্তর্গত বারাকপুর গ্রামে। বাবার নাম মহানন্দ, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। পেশা যজমানি ও কথকতা। মা মৃণালিনী। ভাই ইন্দুভূষণ (অকাল প্রয়াত), বোন জাহ্নবী, সরস্বতী (ডাক নাম মণি) এবং ভাই নুটুবিহারী। বিভূতিভূষণ সর্বজ্যেষ্ঠ, বন্ধুরা তাঁকে 'ভুতু' নামে ডাকতেন, অনুজরা ডাকতেন 'বড়দা'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অস্থায়ী সেনানিবাস হবার ফলে মুরাতিপুর গ্রামটির বর্তমানে আর কোনো অস্তিত্ব নেই।

১৮৯৭ : মেজোভাই ইন্দুভূষণের জন্ম।

১৮৯৯ : মেজোবোন জাহ্নবীর জন্ম।

১৯০০ : গ্রামের হরিমোহন রায়ের মুদি দোকান সংলগ্ন পাঠশালায় কিছুদিন পড়েন। অর্থাভাবে যথোপযুক্ত টাকা দিতে না পারায় আরও কয়েক জায়গায় পড়তে হয়। গ্রামের বাড়িতে একটানা থাকাও সম্ভব হয়নি।

১৯০১ : মুরাতিপুরে বিপিন মাস্টারের পাঠশালায় পড়া। বোন সরস্বতীর জন্ম।

১৯০২ : সরস্বতী পুজোর দিন জ্যেঠামশাইয়ের সঙ্গে বারাকপুরে কুঠির মাঠে নীলকণ্ঠ পাখি দেখতে যাওয়া। এইসময় বাবার সঙ্গে প্রথম কলকাতায় আসেন। মদনমোহন-তলায় সর্বানন্দ থাকতেন। বিভূতিভূষণ এই সময়ে বাগবাজার পাঠশালায় পড়েন। হুগলী জেলার শাগঞ্জ-কেওটায় মহানন্দর সঙ্গে কথকতা উপলক্ষ্যে আসা।

১৯০৩ : আপার প্রাইমারি পাঠশালায় পড়া। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতার সঙ্গে প্রথম পরিচয়।

১৯০৫ : ছোটোভাই নুটুবিহারীর জন্ম।

১৯০৬ : মহানন্দের সঙ্গে রংপুর যান কথকতা উপলক্ষ্যে।

১৯০৭ : ১৭ ফেব্রুয়ারি শ্রীপঞ্চমীর দিনে (৫ই ফাল্গুন ১৩১৩, রবিবার) উপনয়ন।

১৯০৮ : ১৯০৮ সালের পূর্বে বারাকপুরে রাজু গুরুমশাইয়ের পাঠশালায় পড়া।

১৯০৮ : ৫ অগাস্ট বনগাঁ হাই ইংলিশ স্কুলে ভর্তি হন পঞ্চম শ্রেণিতে, সেই সময়ের সিক্সথ ক্লাস 'বি' সেকসনে। বছরের মধ্যবর্তী সময়ে ভর্তি হয়েও বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থানলাভ করেন। আড়াই ক্রোশ দূরবর্তী পথ অতিক্রম করে পায়ে হেঁটে স্কুলে পৌঁছোতে দেরি হয়ে যেত। প্রধান শিক্ষক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগ্রহে শেষ পর্যন্ত এই বছরেই ১৪ই অগাস্ট থেকে বনগাঁর ছাত্রাবাসে বসবাস শুরু করেন। ক্লাসে প্রথম হতেন বলে স্কুলে বেতন দিতে হত না। এই বিদ্যালয়ে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ও তাঁর সহপাঠী ছিলেন। বিভূতিভূষণ তাঁকে প্রথম 'মিতে' বলে সম্বোধন করেন।

১৯০৯ : কথকতা উপলক্ষ্যে মহানন্দের সঙ্গে গোয়াড়ি-কৃষ্ণনগর যাত্রা।

১৯১১ : বাবা মহানন্দের অকস্মাৎ মৃত্যু (১৩১৮ বঙ্গাব্দ)।

১৯১৩ : ছাত্রাবাস ছেড়ে বনগাঁর সরকারি ডাক্তার বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে গৃহশিক্ষকতা করেন।

১৯১৪ : ম্যাট্রিক প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। রিপন কলেজে (বর্তমানে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসে ভর্তি হন। হিন্দু হস্টেলের কাছাকাছি ২৪/১ মদনমোহন সেন লেন-এর মেস বাড়িতে এইসময় তিনি থাকতেন। গৃহশিক্ষকতা করে কিছুদিন তিনি মেসের খরচ চালাবার চেষ্টা করেছিলেন। পরে রিপন কলেজের ছাত্রাবাসে চলে আসেন। রিপন কলেজে তাঁর সহপাঠী ছিলেন নীরদচন্দ্র চৌধুরী।

সেন্ট পল্‌স কলেজ হস্টেল-এ একটি অনুষ্ঠানে প্রথম রবীন্দ্রনাথকে দর্শন করেন। তিনি লিখেছেন, 'মনে হল, অসাধারণ, জীবনে এমন কণ্ঠস্বর কানে গেল যা হাজার লোকের মধ্যে পৃথক করে নেওয়া চলবে। তিনি চাঁপার কলির মত আঙুল দিয়ে একটি মুদ্রা করে বলেছিলেন — কল্পলোক, কল্পলোক। আর কিছু মনে নেই।'

'নতুনের আহ্বান' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন কলেজের সাহিত্যচক্রে। কলেজ ম্যাগাজিনে যেটি প্রকাশিত হয়।

১৯১৬ : ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাস করেন এবং সেখানেই বি এ ক্লাসে ভর্তি হন। তাঁকে পরীক্ষার ফি দেবার জন্য আর্থিক সহায়তা করেছিলেন — আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। সহপাঠী নীরদচন্দ্র চৌধুরী যান স্কটিশ চার্চ কলেজে, বিভূতিভূষণ রিপন কলেজে স্নাতক শ্রেণিতে ভর্তি হন। পাঠ্য বিষয় অর্থনীতি, ইতিহাস ও সংস্কৃত। তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ননী চক্রবর্তী, জ্যোতির্ময় লাহিড়ী, গোলাম মোস্তাফা, কৃষ্ণচন্দ্র দে প্রমুখ।

১৯১৭ : শ্রাবণ, ১৩২৪ সালে পানিতর নিবাসী জমিদার, পেশায় মোক্তার কালীভূষণ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা শ্রীমতী গৌরী দেবীর সঙ্গে বিবাহ হয়। তখন বিভূতিভূষণের বয়স তেইশ বছর, কন্যার বয়স চোদ্দো বছর। এ সময় তিনি ৮/১ স্বর্ণময়ী রোডের মেসে বাস করছেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের উপদেশে তিনি ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউট ও ইমপিরিয়াল লাইব্রেরির সভ্য হন।

১৯১৮ : ডিস্টিংশন সহ স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন বিষয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে ভর্তি হন, একইসঙ্গে শ্বশুরমশাইয়ের পরামর্শে আইন পড়তে শুরু করেন। এ সময়ে ৪১ মির্জাপুর স্ট্রিটে 'প্যারাডাইস লজ'-এ তিনি থাকতেন। ৬ অঘ্রাণ ১৩২৫ ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো এক কঠিন জ্বরে পানিতরে তাঁর পৈত্রিক নিবাসে স্ত্রী শ্রীমতি গৌরী দেবীর প্রয়াণ। একইসঙ্গে বিভূতিভূষণের ছোটোবোন সরস্বতী সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে মারা যান। পরপর মৃত্যুশোকে বিভূতিভূষণ মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। টালিগঞ্জ এলাকার পুটিয়ারিতে তিনি প্ল্যানচেটের মাধ্যমে আত্মা আনয়ন পদ্ধতি

শেখেন, পরে কলেজ স্কোয়ারে থিওসফিকাল সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্ল্যানচেট বিদ্যায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

১৯১৯ : ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে হুগলী জেলার জাঙ্গিপাড়া দ্বারকানাথ হাইস্কুলে যোগ দেন। বেতন ছিল মাসিক পঞ্চাশ টাকা।

১৯২০ : ৩১ মে জাঙ্গিপাড়া স্কুলের চাকরিতে ইস্তফা। বিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিভূতিভূষণকে ছাড়তে চায়নি। ২১ জুন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য বিভূতিভূষণকে হরিনাভি দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ অ্যাংলো সংস্কৃত বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষকপদে যোগদান করবার জন্য অনুরোধ করেন। বিভূতিভূষণ এই আবেদনে সাড়া দিয়ে এই বিদ্যালয়ে যোগ দেন। ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক কিশোরীমোহন বাবুর শ্বশুরমশাই নরেন্দ্রনাথ বাগচীর বাড়িতে তাঁর মা ও ভাই নুটুবিহারীকে নিয়ে আসেন।

১৯২১ : ২১ সেপ্টেম্বর রাজপুরের বাসায় টাইফয়েড জ্বরে ভুগে মা মৃণালিনী দেবী মারা যান। মায়ের মৃত্যুর পর ভাইকে বনগাঁ বোর্ডিং স্কুলে রেখে, নিজে সত্য মজুমদারের বাড়িতে এসে থাকেন।

১৯২২ : *প্রবাসী* পত্রিকায় বঙ্গাব্দ ১৩২৮ মাঘ সংখ্যায় (১৪ই জানুয়ারি) তাঁর লেখা 'উপেক্ষিতা' গল্পটি প্রকাশিত হয়। স্থানীয় এক বালক যতীন্দ্রমোহন রায়ের তাগাদায় তিনি সাহিত্য রচনায় প্রয়াসী হন। প্রথমে গল্পটির নাম ছিল 'পূজনীয়া'। প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন গল্পটি *ভারতবর্ষ* পত্রিকায় পাঠাবেন, পরে শিয়ালদহের কাছে *প্রবাসী* দপ্তরে জমা দিয়ে আসেন। লেখাটি সামান্য সংশোধনের পরামর্শ দিয়ে পত্রিকা দপ্তর থেকে ফেরত পাঠানো হয়। পরে পুনরায় সেটি গৃহীত হয়। ২৫ জানুয়ারি গল্প উপলক্ষ্যে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রশংসাসূচক পত্র পান।

১৭ জুলাই হরিনাভি স্কুলের চাকরিতে ইস্তফা দেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙা ভবনে অবনীন্দ্রনাথের বাগীশ্বরী বক্তৃতামালার সময়ে *প্রবাসী* পত্রিকার চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ হয় এবং অনুরোধক্রমে দ্বিতীয় গল্পটি পাঠান। *প্রবাসী* পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যা, ১৩২৯ 'উমারাণী' প্রকাশিত হয়।

কলকাতায় ফিরে আসেন এবং পুরোনো বন্ধু নীরদচন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে পুনরায় বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। প্রধানত তাঁরই উৎসাহে কেশোরাম পোদ্দারের 'গোরক্ষিণী সভা'-র অধীনে প্রচারকের কাজে ছয় মাসের অস্থায়ী কাজে শারদীয় উৎসবের আগে যোগ দেন। কুষ্ঠিয়া, রাজবাড়ি, ফরিদপুর, মাদারিপুর, বরিশাল, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মাংড়ু, সিংড়ু এবং আকিয়ার রোজ হয়ে প্রোম ঘুরে তিনি আগরতলা, নোয়াখালি ও ঢাকা পর্যন্ত যান। *অভিযাত্রিক*-এ এই বিচিত্র অভিজ্ঞতা বর্ণিত।

প্রবাসী পত্রিকার ১৩৩০ বঙ্গাব্দ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 'মৌরীফুল' গল্পের জন্য তিনি পুরস্কৃত হন। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে পাথুরিয়াঘাটা খেলাতচন্দ্র ঘোষ-এর বাড়িতে সিদ্ধেশ্বর ঘোষ-এর পিতৃমাতৃহীন ভাগিনেয় বিভূতিভূষণ বসুকে পড়াতে শুরু করেন। পরে গৃহশিক্ষকতার

পরিবর্তে সিদ্ধেশ্বর ঘোষ-এর সচিব হিসাবে কাজ করেন, বেতন চল্লিশ টাকা।

১৯২৪ : জানুয়ারির শেষে ভাগলপুরের জঙ্গল মহালে সিদ্ধেশ্বর ঘোষের এস্টেটে সহকারি ম্যানেজার হিসেবে মাসিক দেড়শো টাকা বেতনে যোগ দেন। উত্তরে আজমাবাদ থেকে দক্ষিণে কিষাণপুর, পুবে ফুলকিয়া-লবটুলিয়া-নাঢ়া বইহার আর পশ্চিমে মুঙ্গের জেলার সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তাঁর কর্মক্ষেত্রের পরিধি। ভাগলপুর শহরে ঘোষেদের জঙ্গল মহালের বুড়ানাথ রোডের দোতলা কাছারি বাড়ি 'বড়বাসা'-য় তিনি থাকতেন। অসুস্থ বোন জাহ্নবীকে এখানে নিয়ে আসেন তিনি। ছোটোভাই 'নুটু'-ও অনেকসময় এখানে আসতেন। 'বড়বাসা'য় থাকবার সময় পায়ে হাঁটা দূরত্বে আদমপুরে উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রবাসবাড়ির সাহিত্য আড্ডায় যান।

১৯২৬ : ৩ এপ্রিল, ১৭ই বৈশাখ ১৩৩২ প্রবাসবাসের কালে *পথের পাঁচালী* উপন্যাস লেখার সূচনা। কলকাতায় এসে গোলদিঘির পাড়ে বন্ধু নীরদচন্দ্র চৌধুরীকে উপন্যাসের কিছু অংশ পড়ে শোনান। উপন্যাসের শেষ পর্যায়ে ভাগলপুরে রঘুনন্দন হলে একটি বালিকাকে দেখে তিনি উপন্যাসে দুর্গা চরিত্রকে সংযোজিত করেন। আরও একবছর পরে উপন্যাসটির বিন্যাস সম্পূর্ণ হয়। উপেন্দ্রনাথের সাহিত্যিক আড্ডায় মাঝে মাঝে তিনি এটি পড়ে শোনাতেন।

১৯২৮ : *বিচিত্রা* পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যায় (বঙ্গাব্দ ১৩৩৫, আষাঢ়) *পথের পাঁচালী* প্রথম ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। মূলত নীরদচন্দ্র চৌধুরীর আগ্রহে *বিচিত্রা*-য় প্রকাশিত উপন্যাসটির ধারাবাহিক মুদ্রিত কপি একত্র করে সজনীকান্ত দাসকে পড়তে দেন। গ্রন্থটি প্রকাশ বিষয়ে চুক্তি হয়। তিনশো টাকা লেখক পাবেন এমন শর্তে চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করেন নীরদচন্দ্র চৌধুরী এবং গোপাল হালদার।

১৯২৯ : ১৩৩৬ সালের আশ্বিন মাসে *পথের পাঁচালী*-র প্রকাশ শেষ।

২ অক্টোবর ১৯২৯ (১৬ই আশ্বিন, ১৩৩৬) রঞ্জন প্রকাশনালয় থেকে *পথের পাঁচালী* গ্রন্থাকারে প্রকাশ। বছরের শেষদিকে সিদ্ধেশ্বরবাবুর ইচ্ছা অনুসারে ৬৪এ ধর্মতলা স্ট্রিটে 'খেলাতচন্দ্র ক্যালকাটা ইনস্টিটিউশন'-এ বাংলার শিক্ষক পদে যোগদান করেন। পরবর্তী বারো বছর তিনি এখানে কাজ করেছিলেন। এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন হেনরি ক্লিফোর্ড ক্ল্যারিজ।

এইসময় ছোটোভাই নুটু-র সঙ্গে একত্রে মির্জাপুর মেসে থাকতেন।

রাসপূর্ণিমার দিন, ১৪ নভেম্বর সকালে ইডেনগার্ডেনস্-এ বসে *অপরাজিত* উপন্যাসটির সূচনা। ১৩৩৬ পৌষ সংখ্যা থেকে ১৩৩৮ আশ্বিন পর্যন্ত *প্রবাসী* পত্রিকায় *অপরাজিত* উপন্যাসের প্রকাশ।

১৯৩০: পুজোর ছুটিতে নাগপুর ভ্রমণ। ১৫ নভেম্বর (২৯ কার্তিক ১৩৩৭) থেকে *চিত্রলেখা* নামে একটি চলচ্চিত্র সাপ্তাহিকের সম্পাদক হন তিনি। সম্ভবত আঠারোটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির মূল পরিকল্পনা ছিল সজনীকান্ত দাস-এর। পরবর্তীকালে চলচ্চিত্র

সমালোচক পঙ্কজ দত্ত তখন তাঁর ছাত্র, প্রধানত তাঁরই অনুরোধে বি.বি. ব্যানার্জি নামে তিনি সম্পাদকের দায়িত্ব নেন।

১৯৩১-১৯৩২ : ১৩৩৮ সালের আশ্বিন মাসে *প্রবাসী*-তে *অপরাজিত*-এর প্রকাশ শেষ।

১৩৩৮ সালের মাঘ মাসে *প্রবাসী* ও *বিচিত্রা* পত্রিকায় প্রকাশিত দশটি গল্পের সংকলন গ্রন্থ *মেঘমল্লার*-এর প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের কাছে *পথের পাঁচালী* ও *মেঘমল্লার* গ্রন্থ দুটি পাঠিয়ে তাঁর মন্তব্য কামনা করেন।

১৩৩৮ সালের মাঘ মাসে *অপরাজিত* প্রথম খণ্ডের প্রকাশ। ১৩৩৮ সালের ফাল্গুন মাসে *অপরাজিত* দ্বিতীয় খণ্ডের প্রকাশ। বনগাঁ স্কুলের গণিতশিক্ষক যুগলমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটো মেয়ে প্রীতিলতার (ডাকনাম খুকু) সঙ্গে পরিচয় হয়। ১ মে শ্রীরামপুর আনন্দ পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করেন। এসময় দুর্গাপুজোর পর এক আত্মীয়কে নিয়ে দীর্ঘদিন গালুডিতে বসবাস করেন।

১৩৩৯ সালের ভাদ্র মাসে *মৌরীফুল* নামে গল্পসংকলনের প্রকাশ। ১৩৩৯ সালের আশ্বিন মাসে *পথের পাঁচালী*-র পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশ।

১৯৩৩ : বনগাঁয় জানুয়ারি মাসে ভগ্নীপতির মৃত্যুর জন্য জাহ্নবীকে নিয়ে বসবাস করেন। ফেব্রুয়ারি মাসে জাহ্নবীর মেয়ে ছোটো খুকির মৃত্যু। ৩ মার্চ *বিচিত্রা* পত্রিকার তরফে সম্বলপুরের কাছে সদ্য আবিষ্কৃত বিক্রমখোল শিলালিপি দেখতে যাওয়া। ১৩৪০ বৈশাখে *বঙ্গশ্রী* পত্রিকায় বিক্রমখোল বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

৫ এপ্রিল প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ-এর বরানগরের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ। সে সময় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও কালিদাস নাগ উপস্থিত ছিলেন। শিলং নিবাসী বেথুন কলেজের দর্শন অনার্সে স্নাতক শ্রেণির ছাত্রী, পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এ পাঠরতা সুপ্রভা দত্ত-র সঙ্গে পরিচয়। তিনি নীরদচন্দ্র চৌধুরী-র স্ত্রী শ্রীমতি অমিয়া-র বান্ধবী। বিভূতিভূষণ তাঁদের শিলং-এর বাড়িতে অনেকবার গিয়েছেন।

১৩৪০ সালে *পরিচয়* পত্রিকার বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যায় *পথের পাঁচালী*-র রবীন্দ্রনাথ কৃত সমালোচনা প্রকাশ পায়। *বিচিত্রা* পত্রিকার কার্তিক সংখ্যায় নীহাররঞ্জন রায় *পথের পাঁচালী* ও *অপরাজিত* প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। ১২ সেপ্টেম্বর রিপন কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপকদের পক্ষ থেকে অভিনন্দন পান। প্রমথ চৌধুরী এই সভার পৌরহিত্য করেন। পুজোর ছুটিতে এই সময় নাগপুর ভ্রমণ করেন।

১৯৩৪ : ২৬ জানুয়ারি গালুডি যাত্রা।

প্রবাসী পত্রিকায় ১৩৪০ সালের ফাল্গুন মাস থেকে ১৩৪১ সালের চৈত্র পর্যন্ত *দৃষ্টিপ্রদীপ* উপন্যাসের প্রকাশ। ১৩৪১ সালের কার্তিক মাসে *যাত্রাবদল* নামে গল্পসংকলনের প্রকাশ।

১৯৩৫ : ১৩৪১ সালের চৈত্র মাসে *প্রবাসী*-তে *দৃষ্টিপ্রদীপ*-এর প্রকাশ শেষ। ১৩৪২ সালের আষাঢ় মাস থেকে *মৌচাক* পত্রিকায় *চাঁদের পাহাড়* উপন্যাসের প্রকাশ।

১৩৪২ সালের ভাদ্রমাসে *দৃষ্টিপ্রদীপ*-এর গ্রন্থাকারে প্রকাশ। সুবর্ণরেখার তীরে শালবীথি

ঘেরা ডাহিগড়ার 'শশিকণা' নামে বাড়িটি ক্রয় করে নামবদল করেন 'গৌরীকুঞ্জ'। ২১শে অগ্রহায়ণ নুটুবিহারীর সঙ্গে যমুনাদেবীর বিবাহ হয়, তার পরে তাঁরা এই বাড়িতে বসবাস করতে শুরু করেন এবং স্বাধীনভাবে ডাক্তারি করতে থাকেন।

১৯৩৬ : ১৩ অক্টোবর পুজোর ছুটিতে শিলং যাত্রা।

১৯৩৭ : ২৩ জানুয়ারি 'প্রভাতী সঙ্ঘ'-এর আমন্ত্রণে বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে যোগদান। সঙ্গী ছিলেন নীরদচন্দ্র চৌধুরী, বনফুল, সজনীকান্ত দাস এবং ব্রজেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভূতিভূষণ এই সম্মেলনে প্রথমদিনে পাঠ করেন 'যদুহাজরা ও শিখিধ্বজ' গল্প।

মে মাসে গ্রীষ্মের ছুটিতে শিলং যাত্রা।

কলকাতায় পি.ই.এন. ক্লাবের অধিবেশনে যোগদান ও সরোজিনী নাইডুর সঙ্গে পরিচয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট হলে অনুষ্ঠিত বিজ্ঞান কংগ্রেসে যোগদান ও জেমস জীনসের সঙ্গে আলাপ হয়। 'প্রগতি লেখক সঙ্ঘ' কর্তৃক প্রকাশিত সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত প্রগতি সংকলনে তাঁর 'সই' গল্পটি গৃহীত হয়।

১৩৪৩ সালের চৈত্র মাসে *মৌচাক* পত্রিকায় *চাঁদের পাহাড়* প্রকাশ সম্পূর্ণ। ১৩৪৪ সালের ভাদ্র মাসে *বিচিত্র জগৎ* নামে এক সচিত্র সন্দর্ভ গ্রন্থের প্রকাশ।

১৯৩৮ : জানুয়ারি মাসে পাটনা কলেজে বক্তৃতা। ফেব্রুয়ারি মাসে বনগাঁ সাহিত্য সম্মেলনে সংবর্ধনা, সভাপতি অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র। কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে অনুষ্ঠিত সাহিত্য সম্মেলনে যোগদান। সভাপতি প্রমথ চৌধুরী।

১৩৪৪ সালের মাঘ মাসে গ্রন্থাকারে *চাঁদের পাহাড়* প্রকাশ। ১৩৪৪ সালের ফাল্গুন মাসে গ্রন্থাকারে *জন্ম ও মৃত্যু* প্রকাশ।

১৯৩৯ : ১৩৪৫ সালে *আইভানহো* অনুবাদ প্রকাশ।

১৩৪৫ সালে *কিন্নরদল* গল্পগ্রন্থের প্রকাশ। ২১ নভেম্বর বোন জাহ্নবী, ইছামতীতে স্নান করতে গিয়ে মারা যান। এর আগে তাঁর স্বামী-ও কর্ণমূল অপারেশন করতে গিয়ে মারা যান। এঁদের পুত্রকন্যা প্রশান্ত ও উমার দায়িত্বভার গ্রহণ করে বিভূতিভূষণ তাদের ঘাটশিলায় রেখে আসেন।

চৈত্র ১৩৪৫ (১৬ মার্চ, বৃহস্পতিবার) *আরণ্যক* উপন্যাসের গ্রন্থাকারে প্রকাশ।

১৯৪০ : ২৩ নভেম্বর ১৯৩৯ — বোন জাহ্নবীর মৃত্যুর দু-দিন পরে বনগাঁ শহরের এক্সাইজ ইন্‌সপেক্টর ষোড়শীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের মেজো মেয়ে শ্রীমতী কল্যাণীর (ভালো নাম রমা) সঙ্গে আলাপ হয়েছিল বিভূতিভূষণের। পরের বছর ৩ ডিসেম্বর ১৯৪০, ১৭ই অগ্রহায়ণ ১৩৪৭ শ্রীমতী কল্যাণীর সঙ্গে বিবাহ। বিবাহের পর পত্নী বনগাঁয় পিতার কাছে থাকতেন, বিভূতিভূষণ প্রতি সপ্তাহের শেষে সেখানে যেতেন।

১৩৪৬ সালে *মরণের ডঙ্কা বাজে* কিশোর-উপন্যাসের গ্রন্থাকারে প্রকাশ।

১৩৪৭ শ্রাবণ মাসে *অভিনব বাংলা ব্যাকরণ* গ্রন্থের এবং আশ্বিন মাসে *আদর্শ হিন্দু হোটেল* উপন্যাসের প্রকাশ।

১৯৪১ : মে মাসে সস্ত্রীক দার্জিলিং ভ্রমণ। ২৪ শ্রাবণ ১৩৪৮ *বিপিনের সংসার* উপন্যাস এবং ২০ সেপ্টেম্বর *দুই বাড়ী* উপন্যাসের প্রকাশ।

১৬ অগাস্ট একটি পত্রদ্বারা কল্যাণীকে জানান চাকরি ছেড়ে দিয়ে স্বাধীনভাবে লেখক বৃত্তি গ্রহণ করবেন। ১ ডিসেম্বর খেলাতচন্দ্র ইনস্টিটিউশন থেকে ইস্তফা দান। ১৮ ডিসেম্বর জাপানি বোমার প্রাবল্যে কলকাতা ত্যাগ ও বারাকপুর যাত্রা। এরপর তাঁর মির্জাপুর স্ট্রিটের মেস ছেড়ে বারাকপুর গ্রামের বাড়িতে সংসারী জীবনযাত্রার সূচনা। চৈত্র ১৩৪৭ ভ্রমণকাহিনী *অভিযাত্রিক* প্রকাশ পায়।

১৯৪২ : এপ্রিল মাসে গোপালনগর (বনগাঁ) হরিপদ ইনস্টিটিউশনে শিক্ষকতা শুরু। পরবর্তী আটবছর তিনি এখানে শিক্ষকতা করেছেন। অগাস্ট (৩ ভাদ্র) মাসে একটি কন্যার জন্ম হয় কিন্তু চারদিন পরে (৭ ভাদ্র) মারা যায়, মৃত সন্তানটিকে বিভূতিভূষণ ইছামতীর পাড়ে সমাধিস্থ করেন। ভাদ্রের ১৫ তারিখ কোলাঘাট যান কল্যাণীকে নিয়ে বিশ্রামের জন্য। এরপর কিছুদিন শ্বশুরমশাইয়ের বদলির সূত্রে ঝাড়গ্রামে গিয়ে থাকেন।

সস্ত্রীক বেনারস যাত্রা করেন। কাশী, আগ্রা, দিল্লি, সারনাথ ভ্রমণ করেন। সঙ্গী ছিলেন গজেন্দ্র মিত্র ও সুমথনাথ ঘোষ।

১ এপ্রিল *মিসমিদের কবচ* উপন্যাসের প্রকাশ।

২২ জুলাই *অনুবর্তন* উপন্যাসের প্রকাশ।

১৯৪৩ : ২ জানুয়ারি ইংরেজি নববর্ষের উৎসবে যোগ দিতে চাঁইবাসা যাত্রা। সেখানে ফরেস্ট অফিসার যোগেন্দ্রনাথ সিন্‌হা ও হরদয়াল সিন্‌হার সৌজন্যে সস্ত্রীক সারান্ডার জঙ্গল পরিদর্শন করেন। গোপালপুর গ্রামে তন্ত্রসাধিকা ভৈরবীর সান্নিধ্যে আসেন। এইসময় তাঁর এক পূর্ণ গর্ভের কন্যাসন্তান জন্মের আগে মাতৃনাড়ি কণ্ঠে জড়িয়ে মৃতাবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়।

১৫ মার্চ দিনলিপি *তৃণাঙ্কুর*-এর প্রকাশ। ১৩৪৯ সালের চৈত্র মাসে মৌচাকে *হীরামানিক জ্বলে* উপন্যাসের প্রকাশ সম্পূর্ণ। ১৩৫০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে *টমাস বাটার আত্মজীবনী*-র প্রকাশ।

১০ জুন পুরীযাত্রা। ১৬ জুন (১ আষাঢ়) পুরীতে খুড়দা রোডে কালিদাসের স্মরণসভায় সভাপতিত্ব। ২৮ জুন বনগাঁয় মধুসূদনের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব।

১৩৫০ সালের আষাঢ় মাস থেকে *মৌচাক* পত্রিকায় ভ্রমণ দিনলিপি *বনে-পাহাড়ে*-র প্রকাশ। কুচবিহার সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব।

৮-২৫ নভেম্বর একা সারান্ডা ভ্রমণ করেন।

১৯৪৪ : ২৫ জানুয়ারি *নবাগত* গল্পসংকলনের প্রকাশ।

১৩৫০ সালের মাঘ মাস থেকে *মাতৃভূমি*-তে *অশনি সংকেত* উপন্যাসের প্রকাশ।

বৈশাখ ১৩৫১ সালে *তালনবমী* গল্প সংকলনের প্রকাশ।

অগাস্ট মাসে দিনলিপি *উর্মিমুখর*-এর প্রকাশ।
অগাস্ট মাসে *পথের পাঁচালী*-র কিশোর পাঠ্য সংস্করণের প্রকাশ।
সেপ্টেম্বর মাসে *আম আঁটির ভেঁপু*-র প্রকাশ।
অক্টোবর মাসে *দেবযান* উপন্যাসের প্রকাশ। জুন মাসে ওড়িশা ভ্রমণ।

১৯৪৫ : সাহিত্য সেবক সমিতির স্থায়ী সভাপতি হন। পুজোর ছুটিতে দিল্লি যাত্রা করেন। ডিসেম্বরে মীরাটে অনুষ্ঠিত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে আধুনিক কথাসাহিত্য শাখার সভাপতি।
এপ্রিল মাসে *উপলখণ্ড* নামে গল্প সংকলনের প্রকাশ।
জুন মাসে *বিধুমাষ্টার* গল্প সংকলনের প্রকাশ।
১৩৫২ সালের আষাঢ় মাসে *মৌচাক* পত্রিকায় *বনে-পাহাড়ে* প্রকাশ সম্পূর্ণ। অগাস্ট মাসে *কেদার রাজা* গ্রন্থের প্রকাশ। সেপ্টেম্বর মাসে *ক্ষণভঙ্গুর* গল্প সংকলনের প্রকাশ।

১৯৪৬ : সারান্ডা জঙ্গলে ভ্রমণ। এপ্রিল মাসে দিনলিপি *উৎকর্ণ*-এর প্রকাশ। মে মাসে *অসাধারণ* গল্প সংকলনের প্রকাশ।
১৩৫৩ সালে *হীরামানিক জ্বলে* গ্রন্থের প্রকাশ। জুন মাসে *দেবযান* গ্রন্থের পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশ।
১৩৫৩ সালে অগ্রহায়ণ মাসে ছেলেদের *আরণ্যক* গ্রন্থের প্রকাশ।

১৯৪৭ : ১৫ অক্টোবর (১৩৫৫ আশ্বিন ২৮) ব্যারাকপুরে শ্বশুরবাড়ি 'ভূতনাথ কুটীরে' একমাত্র পুত্র তারাদাস-এর জন্ম। নামকরণ করেন যোড়শীকান্ত।
সেপ্টেম্বর মাসে বিভূতিভূষণের *শ্রেষ্ঠ গল্প*-এর প্রকাশ। ১৩৫৪ সালের কার্তিক মাসে *অথৈ জল* উপন্যাসের প্রকাশ। নভেম্বর মাসে *মুখোশ ও মুখশ্রী* গল্প সংকলনের প্রকাশ।
সিমলা কালীবাড়ি পরিচয় গ্রন্থের প্রকাশ।

১৯৪৮ : বর্ধমানে ১৩৫৫ সালের বৈশাখ মাসে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্রজন্মোৎসব-এ যোগদান। ১৩৫৫ সালের ১ জ্যৈষ্ঠ মেদিনীপুর সাহিত্য সভায় যোগদান।
জানুয়ারি মাসে অন্যতম ভ্রমণ দিনলিপি *হে অরণ্য কথা কও*-এর প্রকাশ।
জুলাই মাসে হাজারিবাগ ভ্রমণ।
১৩৫৫ সালে আশ্বিন মাসে *আচার্য কৃপালনী কলোনি* গল্প সংকলনের প্রকাশ।

১৯৪৯ : অগাস্ট মাসে ঋষি অরবিন্দের জন্মোৎসবে হাজরা পার্কে অনুষ্ঠিত সভায় একদিন বক্তৃতা। নভেম্বর মাসে সারান্ডা-র জঙ্গলে ভ্রমণ।
১৩৫৫ সালের চৈত্র মাসে *জ্যোতিরিঙ্গণ* গল্প সংকলনের প্রকাশ।

১৯৫০ : ১৫ জানুয়ারি *ইছামতী* উপন্যাসের প্রকাশ। ২৩ জুলাই কৃষ্ণনগর সভায় সভাপতিত্ব।
৬ সেপ্টেম্বর বনগাঁ কলেজ কর্তৃপক্ষ বিভূতিভূষণকে অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেন।
২৯ ভাদ্র ১৩৫৭ সালে শুক্রবার সন্ধ্যায় বিভূতিভূষণের জন্মোৎসব পালিত হয় নিরঞ্জন চক্রবর্তীর সুইনহো স্ট্রিটের বাড়িতে। প্রায় মধ্যরাত্রি পর্যন্ত সে অনুষ্ঠান চলে। প্রকাশক

গজেন্দ্র মিত্র একটি বাঁধানো খাতা উপহার দেন বিভূতিভূষণকে। ১৩৫৭ সালের আশ্বিন মাসে কথাসাহিত্যে *অপরাজিত*-এর শেষখণ্ড *কাজল* লেখার পরিকল্পনা প্রকাশ।

২৫ অক্টোবর কোজাগরী পূর্ণিমায় ঘাটশিলায় ডাক্তার সুবোধকুমার বসুর বাড়িতে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

২৯ অক্টোবর ধলভূমগড় রাজবাড়িতে বৈকালিক চায়ের আসরে আমন্ত্রণ পান। প্রমথনাথ বিশী, সুমথনাথ ঘোষ, বিশ্বপতি চৌধুরী, অধ্যক্ষ ড. অরুণ সেন প্রমুখ সাহিত্যিক বন্ধুদের সঙ্গে তিনি সেই সভায় হাজির হন। সামান্য আহার গ্রহণ করবার পর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন, পরে নিজগৃহ 'গৌরীকুঞ্জ'-এ ফিরে অচৈতন্য হয়ে যান। পরবর্তী দু-দিন আচ্ছন্ন অবস্থায় কাটে।

১ নভেম্বর রাত্রি ৮টা বেজে ১৫ মিনিটে ঘাটশিলায় তাঁর প্রয়াণ হয়।

২ নভেম্বর সুবর্ণরেখার তীরে বিভূতিভূষণের প্রিয় 'পঞ্চপাণ্ডব' নামক স্থানে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

ইছামতী উপন্যাসের জন্য মরণোত্তর রবীন্দ্র পুরস্কার পান।

জীবনীপঞ্জির তথ্য সংকলনে প্রধান সহায়ক গ্রন্থগুলির হল — কিশলয় ঠাকুর রচিত *পথের কবি*, সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত *বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়* শীর্ষক গ্রন্থ এবং কমল মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত *বিভূতিভূষণ : শতবর্ষের সমীক্ষা* শীর্ষক গ্রন্থে প্রভাতকুমার দাস রচিত বিভূতিভূষণের জীবনীপঞ্জি ও গ্রন্থসূচি অংশটিও প্রয়োজনবোধে সাহায্য হিসাবে গৃহীত হয়েছে।

এঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

— সংকলক